প্রথম আলো

তারিখ 04 APR 2014
পৃঃ ২ কলাম ২

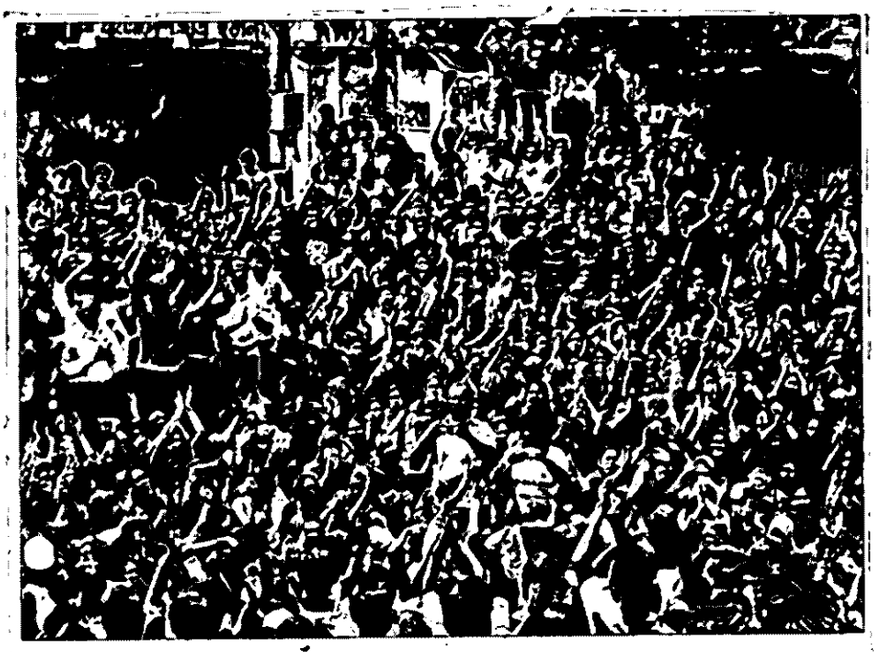

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সায়াদ হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে গতকাল একাত্মতা ঘোষণা করে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ● প্রথম আলো

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিতীয় দিনেও উত্তাল

আন্দোলনে শিক্ষকদের একাত্মতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রলীগের নেতা সায়াদ ইবনে মোমতাজের হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারসহ বিভিন্ন দাবিতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন শিক্ষকেরাও। এসব দাবিতে আন্দোলনে গতকাল বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় দিনের মতো উত্তাল ছিল ক্যাম্পাস। শিক্ষার্থীরা ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন এবং মিছিল, সমাবেশ, প্রশাসন ভবন ও উপাচার্যের বাসভবন ঘেরাও করেন।

শিক্ষকেরা দাবি আদায়ে আগামী সোমবার পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে সময় বেঁধে দিয়েছেন। শিক্ষক সমিতি অন্যান্য দাবির পাশাপাশি প্রক্টর শহীদুর রহমান খান ও আশরাফুল হক হলের প্রাধ্যক্ষ রফিকুল ইসলামসহ বাকিদের পদত্যাগ দাবি করেছে। শিক্ষার্থীরা সায়াদের হত্যাকারীদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার ও মামলায় সবাইকে আসামি করে তাঁদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন। আন্দোলনের মুখে ছাত্রবিষয়ক বিভাগের বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান পদত্যাগ করেছেন।

মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের শেষ বর্ষের ছাত্র সায়াদকে গত সোমবার সন্ধ্যায় আশরাফুল হক হলের একটি কক্ষে ডেকে নিয়ে নির্মমভাবে পেটানো হয়। মঙ্গলবার তিনি হাসপাতালে মারা যান। এ ঘটনায় বুধবার হত্যা মামলা হয় এবং মূল অভিযুক্ত ও তাঁর সহপাঠী ছাত্রলীগের নেতা সুজয় কুমার কুণ্ডু, রোকনুজ্জামান, আনিসুজ্জামান ও নাহিদকে গ্রেপ্তার করেছে কোতোয়ালি থানার পুলিশ।

সায়াদ হত্যার বিচারের দাবিতে গতকালও ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করে কয়েক হাজার শিক্ষার্থী সকাল নয়টার দিকে প্রশাসন ভবন ঘেরাও করেন। দুপুর ১২টা পর্যন্ত তাঁরা সেখানে অবস্থান করেন। পরে তাঁরা মিছিল নিয়ে উপাচার্যের বাসভবন ঘেরাও করেন। বিপুলসংখ্যক পুলিশ উপাচার্যের বাসভবন ঘিরে ছিল। শিক্ষার্থীরা সেখানে বসে পড়ে নানা স্লোগান দেন। সাড়ে ১২টার দিকে শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মো. লুৎফুল হাসান ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আবু হাদী নূর আলী খানের নেতৃত্বে শিক্ষকেরা সেখানে এসে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন। এরপর শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা একসঙ্গে মিছিল নিয়ে ক্যাম্পাস ঘুরে প্রশাসন ভবনের সামনে আসেন। সায়াদ স্মরণে সেখানে দুই মিনিট নীরবতা পালনের পর সংক্ষিপ্ত সমাবেশ হয়। সমাবেশে শিক্ষক সমিতির সভাপতি বলেন, 'আগামী সোমবারের মধ্যে দোষীদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় এনে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। সোমবার পর্যন্ত ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন চলবে।' সমাবেশে নিহত সায়াদের বন্ধু সাবেকুন নাহার, মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের ছাত্র আনাস আল ইসলাম, এমদাদুল হক প্রমুখ বক্তব্য দেন। ছাত্রলীগের নেতারা সমাবেশে বক্তব্য দিতে চাইলে শিক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা সমাবেশ শেষে শিক্ষক নেতাদের দিকে তেড়ে যান।

বিকেল চারটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম সংগঠন থেকে সুজয় ও রোকনকে সাময়িক বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত জানান। তিনি বলেন, 'ছাত্রলীগ নেতা সায়াদ হত্যার বিচার আমরাও চাই। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রশিবির, ছাত্রদল, ছাত্র ইউনিয়ন ও শিক্ষকেরা মিলে ষড়যন্ত্র করছেন। তারা সবাই ছাত্রলীগকে প্রতিপক্ষ বানাচ্ছে।'

উপাচার্য মো. রফিকুল হক প্রথম আলোকে বলেন, 'যারা সায়াদ হত্যায় জড়িত, তাদের সবার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে কাউকে বহিষ্কার করতে হলে আগে কারণ দর্শাতে হয়। এসব করে দ্রুতই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো আমরা মেনে নেব।'

এদিকে সায়াদ হত্যার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের দাবিতে বিকেলে রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে সমাবেশ ও কফিন মিছিল করেছে বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন।